



85108 - কাফরেদরে ধর্মীয় উৎসবের হাদিয়া গ্রহণ করা

প্রশ্ন

আমার প্রতবেশিনী একজন আমেরিকান খ্রিস্টান। খ্রিস্টমাস উপলক্ষে তিনি আমাকে কছু হাদিয়া পাঠিয়েছেন। আমি তাকে এ হাদিয়াগুলো ফেরত দিতে পারছি না; যাতনে তিনি রিগে নে যান!! আমি কি এ হাদিয়াগুলো গ্রহণ করতে পারি যভেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফরেদরে পাঠানো হাদিয়া গ্রহণ করছেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। এক:

মূলতঃ কাফরেদের দয়ো হাদিয়া গ্রহণ করা জায়যে; এতে করে তার সাথে সখ্যতা তরৈ হয়, তাকে ইসলামের দকি আকৃষ্ট করা যায়। ঠকি যমেনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকাওকাস ও অন্যান্য কছু কছু কাফরেদের হাদিয়া গ্রহণ করছেন।

ইমাম বুখারি তাঁর সহহি গ্রন্থে একটা পরচ্ছদেরে শরিনোম দনে এভাবে: “মুশরকিদরে হাদিয়া গ্রহণ শীর্ষক পরচ্ছদে”। বুখারি (রহঃ) বলনে: আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে: ইব্রাহিমি (আঃ) সারাকে নিয়ে সফরে বরে হলনে। তিনি এমন একটা গ্রামে প্রবশে করলনে যখনে ছিল একজন বাদশাহ বা প্রতাপশালী। তিনি বললনে: সারাকে উপটোকন হসিবে ‘হাজরো’ কে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে (রেস্টকরা) বযযুক্ত বকরী হাদিয়া পাঠানো হয়েছিল। আবু হুমাইদ বলনে: আইলার বাদশাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটা সাদা রঙের খচ্চর ও একটা চাদর উপহার পাঠিয়েছিল এবং তাঁর নকিট তাদরে কবতির ছন্দ ব্যবহার করে চঠি লখিছিল। এক ইহুদী নারী কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বযমাখা ছাগল হাদিয়া দেওয়ার ঘটনাও তিনি উল্লেখে করছেন। দুই:

হৃদ্যতা তরৈরি জন্য ও ইসলামের প্রতী আকৃষ্ট করার জন্য কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে কাফরেকে বা মুশরকিকে উপহার দয়ো জায়যে। বশিষেতঃ যদি প্রতবেশী হয় অথবা আত্মীয় হয়। উমর (রাঃ) মক্কায় বসবাসকারী তাঁর মুশরকি ভাইকে একটা হুল্লাহ (এক ধরনের পোশাক) উপহার দয়িছিলেন।”[সহহি বুখারি, ২৬১৯]



তবে কাফরেদের কোন উৎসবের দিন তাদেরকে উপহার দয়া যাবে না। কোননা এটা এই বাতলি দবিসকে স্বীকৃতি দয়া ও সটো উদযাপনের পর্যায়ে পড়ে। আর তা যদি এমন হাদিয়া হয় যা দবিস উদযাপনের কাজে লাগে যমেন- খাবার বা মোমবাতী ইত্যাদি তাহলে সটো আরও বেশী জঘন্য হারাম। কোন কোন আলমেরে মত- সটো কুফরি। যাইলায়ী তাঁর 'আবইনুল হাকায়কে' গ্রন্থ (৬/২২৮) এ বলেন: “নওরোজ ও মলোর নামে কিছু দয়া নাজায়যে। অর্থাৎ এ দুই দিনেরে নামে প্রদত্ত হাদিয়া হারাম; বরং কুফর”। আবুল আহওয়াছ আল-কাবরি (রহঃ) বলেন: “যদি কোন ব্যক্তি পঁচাত্তর বছর আল্লাহর ইবাদত করার পর নওরোজের দিন এসে কতপিয় মুশরফিকে কিছু উপহার দয়ে এবং এ উপহারের মাধ্যমে এ দিনেরে প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাহলে সে কাফরে হয়ে যাবে এবং তার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে”। ‘আল-জামে আল-আসগার’ গ্রন্থকার বলেন: “নওরোজের দিন যদি অপর কোন মুসলমিকে কোন একটা হাদিয়া দয়ে; কিন্তু হাদিয়ার উদ্দেশ্য এ দিনেরে প্রতি সম্মান প্রদর্শন না হয় (বর্তমানে অনেকে মানুষ যা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে) তাহলে কাফরে হবে না। তবে বিশেষভাবে সে দিনে এটা না করাটাই বাঞ্ছনীয়। সে দিনেরে আগে বা পরে করতে পারে। যাত করে সে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য না আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের দলভুক্ত।” আল-জামে আল-আসগার গ্রন্থে বলেন: “যে ব্যক্তি নওরোজের দিন এমন কিছু খরিদি করল যা সে পূর্বে খরিদি করত না, এর মাধ্যমে সে যদি ঐ দিনকে সম্মান করতে চায় তাহলে সে কাফরে হয়ে যাবে। আর যদি সে পানাহার ও নয়োমত ভোগ করতে চায় তাহলে কাফরে হবে না”। সমাপ্ত ‘আল-তাজ ওয়াল ইকললি’ গ্রন্থে বলেন: কোন খ্রিস্টানকে তার ঈদ বা উৎসবের দিন উপলক্ষে উপহার দয়াকে ইবনুল কাসমে মাকরুহ (অপছন্দনীয়) বলছেন। অনুরূপভাবে কোন ইহুদীকে তার উৎসব উদযাপন উপলক্ষে খজুর পাতা দয়াও মাকরুহ। সমাপ্ত। হাম্বলি মাযহাবের ফকিহর গ্রন্থ ‘আল-ইকনা’ তে বলা হয়েছে- “ইহুদি-খ্রিস্টানদের উৎসবে যোগদান করা, সেই দিন উপলক্ষে বচোবকরি করা ও উপহার বনিমিয় করা হারাম”। সমাপ্ত। বরং এ দিন উপলক্ষে কোন মুসলমানকে হাদিয়া দয়াও জায়যে নয়। পূর্বললখেতি হানাফি মাযহাবের বক্তব্যে এ কথা এসছে। শাইখুল ইসলাম (রহঃ) বলেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এ উৎসবগুলোর মৌসুমে এমন কোন উপহার দয়ে, এ উৎসব ছাড়া স্বভাবতঃ যে উপহার দয়া হয় না—সে উপহার গ্রহণ করা যাবে না। বিশেষতঃ সে উপঢৌকনের মাঝে যদি তাদের সাথে সাদৃশ্য তৈরি করে এমন কিছু থাকে। যমেন- যীশুর জন্মদবিস উপলক্ষে মোমবাতী বা এ জাতীয় কিছু উপহার দয়া অথবা তাদের রোজার শেষে বৃহস্পতিবারে ডিম, দুধ ও ছাগল উপহার দয়া। একইভাবে এ উৎসবগুলোর মৌসুমে এ উৎসবগুলোকে উপলক্ষ করে কোন মুসলমানকে উপহার দয়া যাবে না। বিশেষতঃ উপহারটি যদি তাদের সাথে সাদৃশ্য তৈরি করে এমন কিছু হয়; যমেনটি ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। [ইকতিদাউস সরিতলি মুস্তাকমি ১/২৭৭] তিনি:

আর কাফরেদের উৎসবের দিন তাদের দয়া উপহার গ্রহণ করতে দোষের কিছু নাই। উপহার গ্রহণ করা— তাদের উৎসবে যোগদান বা এতে স্বীকৃতি প্রদানের পর্যায়ে পড়ে না। বরং ভাল ব্যবহার, সখ্যতা তৈরী, ইসলামের দিকে দাওয়াতের উদ্দেশ্য নিয়ে সে উপহার গ্রহণ করা যাবে। যে কাফরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না আল্লাহ তাআলা সে কাফরের সাথে ভাল ব্যবহার ও ন্যায্য আচরণ করা বধৈ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ধর্মেরে ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করনে এবং তোমাদেরকে দেশে থেকে বহিস্কৃত করনে, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করনে

না। নশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসনে।”[সূরা মুমতাহনি, আয়াত:০৮]

কিন্তু ভাল ব্যবহার ও ন্যায্য আচরণেরে অর্থ এ নয় যে, তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা তরী হব। কারণ কাফরেরে সাথে অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা করা জায়যে নয়। তাকে বন্ধু ও সাথী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলনে: “যারা আল্লাহ ও পরকালে বশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলেরে বরিদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পতি, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাত-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লখি দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করছেন তাঁর সাহায্য দিয়ে। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখলি করবেন, যার তলদশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চরিকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।”[সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ২২] তিনি আরও বলনে: “মুমনিগণ, তমেরা আমার ও তমেরাদেরে শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তমেরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বেরে বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তমেরাদেরে কাছেরে আগমন করছে, তা অস্বীকার করছে।”[সূরা আল-মুমতাহনি, আয়াত: ১] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “হে ঈমানদারগণ! তমেরা মুমনি ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তমেরাদেরে অমঙ্গল সাধনে কোন কর্টি করে না-তমেরা কষ্টে থাক, ততই তাদেরে আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বদিবষে তাদেরে মুখেই ফুটে বেরে হয়। আর যা কিছু তাদেরে মনে লুকয়ি রেয়ছে, তা আরো অনেকেগুণ বশী জঘন্য। তমেরাদেরে জন্যে নদির্শন বশিদ্ধভাবে বর্ণনা করে দেয় হলে, যদি তমেরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।”[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১১৮] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “আর পাপিষ্ঠদেরে প্রতি ঝুকবে না। নতুবা তমেরাদেরেও আগুন ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তমেরাদেরে কোন বন্ধু নাই। অতএব কঠো ও সাহায্য পাবে না।”[সূরা হুদ, আয়াত: ১১৩] তিনি আরও বলনে: “হে মুমনিগণ! তমেরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপররে বন্ধু। তমেরাদেরে মধ্যযে যে তাদেরে সাথে বন্ধুত্ব করবে;সে তাদেরেই অন্তরভুক্ত। আল্লাহ জালমেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।” এগুলো ছাড়াও কাফরেরে সাথে বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আরও অনেকে দললি রেয়ছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলনে: “কাফরেরে উৎসবেরে দিনি তার দেয় হাদিয়া গ্রহণেরে ব্যাপারে আমরা ইতপূর্ববে আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছি যে, একবার তাঁর কাছেরে নওরোজেরে হাদিয়া এল এবং তিনি সটো গ্রহণ করলনে। ইবনে আবু শাইবা বর্ণনা করেন যে, একবার এক মহলিা আয়শো (রাঃ) কে জজিৎসে করল, কিছু অগ্নিপূজক মহলিা আমাদেরে শশিদেরকে দুধপান করায়। তাদেরে ঈদ-উৎসবেরে সময় তারা আমাদেরকে হাদিয়া দেয়। আয়শো (রাঃ) বললনে: উৎসব উপলক্ষে যা কিছু জবাই করা হয় তে খাবে না; কিন্তু তাদেরে গাছেরে ফল খতে পার। আবু বারাযা (রাঃ) থেকে বর্ণতি: কিছু অগ্নিপূজক তাঁর প্রতিবশী ছিলি। তারা নওরোজ ও মহেরেযান উপলক্ষে তাকে হাদিয়া দতি। তখন তিনি তাঁর পরবিারকে বলতনে: ফলজাতীয় জনিসিগুলো খাও; আর অন্যগুলো ফলে দাও। এ দললিগুলো প্রমাণ করে যে, কাফরেরদেরে উৎসবেরে সাথে তাদেরে হাদিয়া গ্রহণ নষিদ্ধ হওয়ার কোন সম্পর্ক নই। বরং সব সময়েরে বধিান এক। যহেতু হাদিয়া গ্রহণেরে মধ্যযে তাদেরে ধর্মীয় নদির্শনকে সহযোগতি করার কিছু নই। এরপর তিনি দৃষ্ট আকর্ষণ করেন যে, আহলে কতিবেরে জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া বধি হলেও যা উৎসবেরে জন্য জবাই করা হয়ছে তে খাওয়া জায়যে নয়। তিনি বলনে: আহলে কতিবদেরে উৎসবেরে সসেব খাবার খাওয়া যাবে যগুলো কনি আনা হয়ছে, অথবা হাদিয়া হিসেবে এসছে।



তবে উৎসব উপলক্ষ্যে জবাইকৃত প্রাণীর গণেশত খাওয়া যাবে না। আর অগ্নিপূজকদের জবাইকৃত পশুর গণেশত খাওয়ার বধিান ততো সবার জানা আছে— এটা সর্বসম্মতকিরম হারাম। আহলে কতিব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) তাদের ঈদ উপলক্ষ্যে যে প্রাণী জবাই করে অথবা গায়রুল্লাহর নকৈট্য হাছলিরে উদ্দেশ্যে তারা যে প্রাণী জবাই করে যমেন- ঈসা (আঃ) বা শূকরতারার নকৈট্য হাছলিরে জন্য (ঠিক মুসলমানরো যভোবে আল্লাহর নকৈট্য লাভরে জন্য জবাই করে) সগেলোর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ থেকে দুইটি অভিমিত পাওয়া যায়। তাঁর থেকে বরণতি প্রসদিধ মত হছছ- এগুলো খাওয়া জায়যে হবে না; যদিও জবাই এর সময় গায়রুল্লাহর নাম না নয়ো হয়। এই গণেশত খাওয়া হারাম হওয়ার হুকুমটি আয়শো (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বরণতি আছে...।[ইকতিয়াউস সরিতলি মুস্তাকমি ১/২৫১] সারকথা হছছ- আপনার খ্রিস্টান প্রতবিশেনীর দয়ো হাদিয়া গ্রহণ করা জায়যে হবে; তবে কছি শর্তসাপক্ষে। শর্তগুলো হছছ-

এক. হাদিয়াটা জবাইকৃত প্রাণীর গণেশত হতে পারবে না; যে প্রাণী তাদের ঈদ-উৎসব উপলক্ষ্যে জবাই করা হয়ছে।

দুই. হাদিয়া এমন কছি হতে পারবে না যা তাদের উৎসব উদযাপনের সাথে সদৃশতা তরৌ করে। যমেন- মমোবাত, ডমি, খজুরের ডাল ইত্যাদি। তিনি. নিজিরে সন্তানদেরকে ওয়ালা ওয়াল বারা (শত্রুতা ও মতিরতা) এর আকদি পরম্বিকারভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। যাতে তারা এই উৎসবেরে প্রতি দুর্বল না হয় অথবা এই উপহারেরে প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। চার. এই উপটৌকন গ্রহণেরে উদ্দেশ্য হবে তাদের সাথে সখ্যতা তরৌ করা, তাদেরকে ইসলামেরে দকি দাওয়াত দয়ো; তাদের প্রতি ভালবাসা বা হৃদ্যতা থেকে নয়। যদি এমন জনিসি দিয়ে হাদিয়া আসে যা গ্রহণ করা জায়যে নয় তাহলে হাদিয়া গ্রহণ না করার কারণ উল্লখে করে সটো প্রত্যাহার করতে হবে। যমেন- আপনি বলতে পারে; আমরা আপনার হাদিয়াটি নতিে পারছি না; কারণ এটি আপনাদের উৎসব উপলক্ষ্যে জবাই করা হয়ছে। আমাদের জন্য এটি খাওয়া জায়যে নয়। অথবা এই হাদিয়াগুলো তারা গ্রহণ করতে পারনে যারা এ উৎসব পালনে অংশ গ্রহণ করেনে; আমরা ততো আপনাদের এ উৎসব পালন করি না; যহেতে আমাদের ধর্ম এ উৎসব অনুমোদতি নয়; এ উৎসবেরে মধ্যে এমন কছি বশ্বাস আছে যা আমাদের ধর্মমতে সঠিক নয়— এ ধরনের কোন কথা। এ কথাগুলো তাদেরকে দাওয়াত দয়ের একটা গ্রাউন্ড তরৌ করবে এবং তারা যে কুফরেরে মধ্যে রয়েছে এর ভয়াবহতা তুলে ধরবে। মুসলমানেরে উচিত তার ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করা। ধর্মীয় বধিানগুলো বাস্তবায়ন করা। লজ্জাবোধ করে অথবা সটৌজন্য দখোতে গিয়ে এক্ষতেরে কোন শথৈলিয না দখোনো। বরং আল্লাহকে লজ্জাবোধ করা অধিক যুক্তযুক্ত।

আরও জানতে 13642 ও 947 নং প্রশ্ন দেখুন।

আল্লাহই ভাল জাননে।